সংবাদ

তারিখ ২৮ SEP ২০১৭ পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

শিক্ষা ক্যাডারে

সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতিতে ভুলত্রুটি ও বিভ্রান্তি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৪৯৫ জন সদস্য সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেলেও প্রজ্ঞাপনে নানা ভুলত্রুটি, অসঙ্গতি ও এক বিষয়ের শিক্ষককে অন্য বিষয়ের শিক্ষক বানিয়ে দেয়ার গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে দেশব্যাপী শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে, কলেজে যোগদানে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। আবার এসিআর না থাকার অভিযোগে অনেক শিক্ষককে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করারও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৪৯৫ জন (সরকার কলেজের শিক্ষক) সহকারী অধ্যাপককে পদোন্নতি দিয়ে সহযোগী অধ্যাপক করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এ সংক্রান্ত একটি সহযোগী : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

সহযোগী : অধ্যাপক

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রজ্ঞাপন জারি করে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব আবু কায়সার খান স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে পদোন্নতি পাওয়া শিক্ষকদের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা করা হয়। পদোন্নতি পাওয়া শিক্ষকদের দুজন ছাড়া অন্য সবাইকে মাউশি অধিদফতরে যোগদানের পর পরবর্তীতে পদায়ন করা হবে। পরবর্তী আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত আগের পদ ও কর্মস্থলেই দায়িত্ব পালন করবেন শিক্ষকরা। এর ফলে একজন শিক্ষক বা কর্মকর্তা কার্যত মাউশিতে ওএসডি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা), একই সঙ্গে পূর্বের পদে বহাল আছেন। এ নিয়েও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

এ ব্যাপারে বিসিএস শিক্ষা সমিতির সেমিনার সচিব আব্দুল কুদ্দুস শিকদার সংবাদকে বলেন, 'একজন কর্মকর্তাকে একটি স্টেশনেই রাখতে হবে। তিনি শিক্ষা অধিদফতরে ওএসডি থাকবেন অথবা কলেজে পদায়ন থাকবেন। কিন্তু এবার সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দিয়ে সবাইকে দুটি স্টেশনে রাখা হয়েছে, যা নিয়ে শিক্ষা ক্যাডারে চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। এখানে আইনের ব্যত্যয় ঘটেছে।'

পদোন্নতি বঞ্চিত বরিশাল সরকারি বিএম কলেজের শিক্ষক জাকির হোসেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'ফেসবুক' এ মন্তব্য করেছেন, 'আমার চাকরি স্থায়ীকরণ হয়েছে ২০১৪ সালে। এখন প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির গ্রেডেশন তালিকার মন্তব্যে দেখা যাচ্ছে, ২০১১ সালের এসিআর (বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন) নেই। তাহলে ২০১৪ সালে আমার চাকরি স্থায়ীকরণ হলো কিভাবে?'

ইংরেজির শিক্ষককে ইসলামের ইতিহাস শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি

ইংরেজির ৯ জন সহকারী অধ্যাপককে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। তারা হলেন নাসির উদ্দিন (পরিচিতি নম্বর-১৮২৫৬), শাহিনুর রহমান (পরিচিতি নম্বর-১২০৭১), কাজী শামসুজ্জামান (পরিচিতি নম্বর-১২০২১), গুলশান আরা (পরিচিতি নম্বর-১২৩৯৪), রাশেদ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল জাকারিয়া (পরিচিতি নম্বর-১০৯০৯), রিপন কুমার দাস (পরিচিতি নম্বর-১২০৯৩), মুহাম্মদ খালেদ আব্দুল্লাহ (পরিচিতি নম্বর-১২০০২), আব্দুস সালাম আজাদ (পরিচিতি নম্বর-১২০৭২) এবং ইউনুস আলী (পরিচিতি নম্বর-১২০৬৮)।

এ নিয়ে পদোন্নতি পাওয়া শিক্ষকরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নানাভাবে অভিযোগ করলে পরদিন এ বিষয়ে একটি সংশোধনী দেয়া হয় বলে জানান পদোন্নতি পাওয়া শিক্ষক আব্দুস সালাম আজাদ। তবে বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অদক্ষতা, গাফিলতির কারণেই এই অবস্থা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..............................
তারিখ..............................
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর